

সহীহ ফিরুহুস সুন্নাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ওয়ূ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবু মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

যে কারণে মোজার উপর মাসাহ করার বিধান বাতিল হবে

সফওয়ান বিন আসসাল (রাঃ) এর হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে-

كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

অর্থাৎ: “আমরা যখন সফরে থাকতাম, তখন রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে জানাবাতের অপবিত্রতা ছাড়া তিন দিন ও তিন রাত আমাদের মোজা না খুলতে নির্দেশ দিতেন। তবে পেশাব-পায়খানা ও ঘুমের কারণে কোন সমস্যা হত না”। সুতরাং, বুঝা গেল, নিম্নের কারণগুলো সংঘটিত হলে মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না-

১। জানাবাত ও এ জাতীয় বিষয় যা গোসল ওয়াজিব করে। যেমন হয়েয ও নিফাস থেকে পবিত্রতা অর্জন।

২। মাসাহ এর সময়সীমা শেষ হলে।

৩। মোজা খুলে ফেললে এবং মোজা পরিধানের পূর্বেই পবিত্রতা নষ্ট হলে:

যদি কেউ মোজা খুলে ফেলে, যদিও তা সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে হয় অতঃপর পবিত্রতা নষ্ট হয়, তাহলে তার জন্য তা পরিধান করা বৈধ হবে না ও তা উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। কেননা এ সময় সে পবিত্র অবস্থায় তার পায়ে মোজা পরিধান করেনি। উল্লেখিত ৩টি বিষয়ের যে কোন একটি সংঘটিত হলে মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। বরং যখন পবিত্রতা নষ্ট হবে তখন তার জন্য ওয়ূ করে পা ধৌত করা আবশ্যিক। এর পর পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ করবে।

সতর্কবাণী: মাসাহ এর বিধান বাতিল হলে ওয়ূ নষ্ট হয় না:

যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ করার পর তা খুলে ফেলল। কিন্তু সে অপবিত্র হলো না, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে তার বিধানের ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে ৪টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।

১ম: এ অবস্থায় তাকে পুনরায় ওয়ূ করতে হবে: এটি নাখঈ আওয়ামী, আহমাদ ও ইসহাক (রাহি.) এর অভিমত।[1] পুরাতন একটি মত অনুযায়ী ইমাম শাফেঈও এমত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, মাসাহ হল ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং যখন মাসাহকে দূর করা হবে তখন দু’পায়ের পবিত্রতা বাতিল হয়ে যাবে। এ দ্বারা সমস্ত পবিত্রতা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এর ফলে পবিত্রতা যথেষ্ট হয় না।

২য়: তার জন্য শুধু দু’পা ধৌত করা আবশ্যিক: এটা সাওরী, আবু হানীফা ও তার অনুসারী এবং আবু সাওর এর অভিমত। নতুন মত অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এ মত পেশ করেছেন।[2]

৩য়: তার জন্য মোজা খুলার পর দ্রুত দু’পা ধৌত করা আবশ্যিক। যদি দেরী হয়ে যায় তাহলে তাকে পুনরায় ওয়ূ করতে হবে: এটা ইমাম মালিক ও লাইস এর অভিমত।[3]

৪র্থ: তাকে ওয়ূ করতে হবে না এবং দু'পাও ধৌত করতে হবে না:

এটা নাখঈ এর একটি বর্ণনা। হাসান বসরী, আত্বা ও ইবনে হাযম (রাহি.) এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম নববী, ইবনে মুনযির ও ইবনে তাইমিয়াহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[4] এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা মোজা পরিহীত পা পবিত্র এবং তা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ দ্বারা পরিপূর্ণ পবিত্রতার আওতাধীন। সুতরাং সুন্নাহ ও ইজমার প্রমাণ ছাড়া “মোজা খুললেই ওয়ূ নষ্ট হবে” এমনটি বলা বৈধ নয়। যারা পুনরায় ওয়ূ করতে বলেন অথবা দু'পা ধৌত করতে বলেন তাদের কোন প্রমাণ নেই। বরং এর সমর্থনে আবু যিবইয়ান এর হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য-

عن أبي ظبيان أنه رأى علياً رضي الله عنه بال قائماً ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى

আবু জিবয়ান হতে বর্ণিত, তিনি আলী (রাঃ) কে দেখলেন যে, তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন ও পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর তিনি ওয়ূ করলেন ও দুই জুতার উপর মাসাহ করলেন, এর পর মাসজিদে প্রবেশ করে জুতা খুলে সালাত আদায় করলেন।[5]

আবার কিয়াস করে বলা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি চুল মাসাহ করে মাথা মুণ্ডন করল, এ ক্ষেত্রে তারা তো পুনরায় মাথা মাসাহ করতে অথবা পুনরায় ওয়ূ করতে বলেন না! এ মাসআলটির ক্ষেত্রে এ যুক্তিটি খুবই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং, যদি মোজা খুলার পর অপবিত্র না হয় তাহলে ওয়ূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যত ইচ্ছা সালাত আদায় করা যাবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ফুটনোট

- [1] ইখতিলাফুল উলামা (৩১ পৃ.), মাসায়িলু আহমাদ (১/১৯) ইবনুহানী প্রণীত, আল-মাজমূ' (১/৫৫৭)।
- [2] 'ইখতিলাফুল উলামা' (৩১ পৃ.) আল-আওসাত্ব (১/৪৫৮)।
- [3] আল-মাদূনাহ (১/৪১)।
- [4] আল-মুহাল্লা (২/১০৫), আল-আওসাত্ব, (১/৪৬০), আল-মাজমূ' (১/৫৫৮) আল-ইখতিয়ারাত (১৫ পৃ.)।
- [5] এ হাদীসের সনদ সহীহ; বাইহাকী (১/২৮৮), ত্বাহাবী (১/৫৮), তাবামুল মিন্না (১১৫ পৃ.)।